দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৯

পাসের হার বেড়েছে নকল কমেছে

বর্তমানে সরকারের আমলে শিক্ষার সামগ্রিক গুণগতমান যে কিছুটা হলেও বেড়েছে এটা সচেতন নাগরিক মাত্রই স্বীকার করবেন। বিশেষ করে, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের নকল-বিরোধী বিশেষ অভিযানের বাস্তবিক সুফল এখন পেতে শুরু করেছে দেশবাসী। যার ফলে এখন যেনতেনভাবে নামমাত্র পাসের সংখ্যা তেমন একটা বাড়ছে না, তবে বাড়ছে প্রকৃত বিদ্যার্থীর সংখ্যা, যারা এ পাস পেয়ে অনন্য কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী এবার শতভাগ পাস করেছে, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬২। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১০টি, কুমিল্লা বোর্ডে ১০টি, রাজশাহী বোর্ডে ১০টি, যশোর বোর্ডে ১০টি, মাদরাসা বোর্ডে ১০টি, কারিগরি বোর্ডে ১টি, সিলেট ও চট্টগ্রাম বোর্ডে ৯টি করে। বরিশাল বোর্ডের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ১০০ ভাগ নেই। পক্ষান্তরে এবছর একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি ৪০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৫৬১। অন্যদিকে একজনও পাস করেনি এমন মাদরাসার সংখ্যা ২২৪টি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২২৫। স্কুলগুলোর মধ্যে একজনও পাস করেনি, ঢাকা বোর্ডে ৪৭টি, গতবছর ছিলো ৫৬টি; রাজশাহী বোর্ডে ৮৯টি, গত বছর ছিল ১০৪টি; যশোর বোর্ডে ৩টি, গত বছর ছিল ১৮টি; সিলেট বোর্ডে ৪টি, গত বছর ছিল ২টি; বরিশাল বোর্ডে ৩৭টি; গত বছর ছিল ৪৬টি এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৫টি, গতবছর ছিল ১৪টি। এ বছর পাসের হার শূন্য, এমন স্কুল, কারিগরি ও কুমিল্লা বোর্ডে নেই। একবছর শূন্য পাসের হার থেকে উত্তরণের হারও একেবারে কম নয়, তবে আশানুরূপও নয়। তবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবারের রেজাল্টে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন; সন্তোষ প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও।

আ ন ম এহছানুল হক মিলন
প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরপর তিন বছর যেসব প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সরকারের সিদ্ধান্ত সক্রিয়ভাবে বহাল রয়েছে বিধায় শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে আসছে বলে মনে করা যায়। তবে এই ব্যবস্থার সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষানুকূল পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী, এই সত্যটিও সরকারকে অনুধাবন করতে হবে।